"মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
সুরক্ষিত হবে মানবাধিকার"

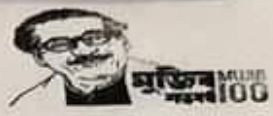

অতীব জরুরি

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

বিটিএমসি ভবন, (৯ম তলা), ৭-৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫
পিএবিএক্স নম্বর: ৫৫০১৩৭২৬-২৮; হেল্প লাইন নম্বর: ১৬১০৮
ওয়েবসাইট- www.nhrc.org.bd,ই-মেইল: info@nhrc.org.bd

স্মারক নং- ৫৫.১২.০০০০.১০৭.৩২.০০৩.১৯-৩২৩ তারিখ: ২৮/০৬/২০২০

বিষয়: **কথিত বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশনের কার্যক্রম বিষয়ে মাঠ প্রশাসনকে সতর্ক করা এবং উক্ত সংস্থার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ সংক্রান্ত।**

সূত্র: যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তরের স্মারক নং ৪২৮; তারিখ: ২৩/০৯/২০১৯খ্রিঃ।

সুত্রোক্ত স্মারকের পরিপ্রেক্ষিতে সদয় জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, মানবাধিকার সুরক্ষা ও উন্নয়নের অঙ্গীকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০০৯ সালে আইন দ্বারা একটি সংবিধিবদ্ধ স্বাধীন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠা করা হয়। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন ২০০৯ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতি মাননীয় চেয়ারম্যান-কে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের বিচারপতির এবং মাননীয় সার্বক্ষণিক সদস্যকে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতির সমমর্যাদায় নিয়োগ দান করেন।

০২। কোন কোন বেসরকারি সংগঠন/সংস্থার নামের সাথে 'কমিশন' শব্দটি ব্যবহারের ফলে দেশে বিদেশে বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি সংস্থাসহ জনমনে উক্ত সংস্থাটি রাষ্ট্রীয় সংস্থা মর্মে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয় বিধায় গত ১৬/০৭/২০১২ তারিখে যেসব বেসরকারি মানবাধিকার সংগঠন/সংস্থার নামের সাথে 'কমিশন' শব্দ যুক্ত আছে সেসব সংগঠন/সংস্থার নাম থেকে 'কমিশন' শব্দটি বাদ দিয়ে পুনঃনামকরণ করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা হয় (সংযুক্ত-ক)। এর পরিপ্রেক্ষিতে সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক গত ৩০/০৮/২০১২ তারিখে বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন থেকে 'কমিশন' শব্দটি বাদ দেয়া হয় (সংযুক্ত-খ)। পরবর্তীকালে উক্ত সংস্থা গত ৭ জুলাই ২০১৩ তারিখে যৌথমূলধন কোম্পানী ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর হতে সোসাইটি অব বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন নামে নিবন্ধন গ্রহণ করে, যার নং- এস-১১৭০৪ (সংযুক্ত-গ)। উল্লেখ্য, ১ নং সুত্রে 'যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর' থেকে সোসাইটি রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট, ১৮৬০ এর ধারা ১২ (খ) অনুযায়ী অতি জরুরি ভিত্তিতে উক্ত প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তন করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয় (সংযুক্ত-ঘ)। কিন্তু উক্ত নির্দেশ অমান্য করে কথিত 'বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন' তাদের নিজ নামেই কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এতে জনসাধারণ প্রতারিত হচ্ছে; যা অনভিপ্রেত।

০৩। গত ০৪/১২/২০১৩ তারিখে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি কর্তৃক দি ইন্সটিটিউট অব রুরাল ডেভেলপমেন্ট (আইআরডি) ও কথিত বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশনের জনৈক সাইফুল ইসলাম দিলদারের প্রতারণা ও বাংলাদেশ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের নাম ব্যবহার করে দুর্নীতি, দুঃস্থদের অর্থ আত্মসাৎ, অনিয়ম ও অনৈতিক কর্মকান্ড ইত্যাদি উল্লেখপূর্বক কমিশনকে একটি পত্র প্রেরণ করা হয়। উক্ত পত্রে উল্লেখ করা হয় যে, "সাইফুল ইসলাম দিলদার উক্ত মানবাধিকার কমিশনের মহাসচিব হিসেবে বিভিন্ন দপ্তরে প্রভাব খাটিয়ে তার এসব অপকর্ম ঢাকার চেষ্টা করছেন।" এছাড়াও উক্ত পত্রে উল্লেখ করা হয় যে, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন" গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান যা মানবাধিকার সংরক্ষণ বিষয়ে কাজ করছে। কিন্তু অনেকেই সরকারি এই প্রতিষ্ঠানের সাথে কথিত বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশনকে (NGO) একই বিবেচনা করে বিভ্রান্ত হচ্ছেন। এমনকি কূটনীতিকরাও উক্ত NGO কে সরকারের সংস্থা বিবেচনায় বিভ্রান্ত হচ্ছেন। ফলে রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হচ্ছে (সংযুক্ত-ঙ)।

০৪। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে অবহিত হয় যে, কথিত বাংলাদেশ মা
কমিশন গত ১৪ মার্চ ২০২০ তারিখে 'জাতীয় মানবাধিকার কনভেনশন- ২০২০' আয়োজন করতে যাচ্ছে (সংযুক্ত-
সংস্থা এ বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় তথ্য মন্ত্রীসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের নিকট হতে বাণী সংগ্রহ
পরবর্তীকালে কমিশন বিষয়টি সকলের নজরে আনলে উল্লিখিত কর্মসূচি বন্ধ হয়। সংস্থাটির নাম জাতীয় মানবাধি
কমিশনের সাথে প্রায় সম্পূর্ণ মিল থাকায় এবং তাদের নেতা-কর্মীরা নিজেদেরকে মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যা
গভর্নর, সদস্য ইত্যাদি পরিচয় দেয়ায় এবং তাদের ব্যক্তিগত গাড়িতে পতাকা ও মনোগ্রাম ব্যবহার করায় জনপ্রতিনিধি,
সরকারী কর্মকর্তা, সাংবাদিকসহ সকল শ্রেণী-পেশার মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে উক্ত সংস্থাটিকে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান বিবেচনা করে
তাদের বিভিন্ন কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করছে। বিষয়টি উদ্বেগজনক।

০৫। উল্লেখ্য, গণমাধ্যমে কথিত বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশনের বিভিন্ন বিবৃতি প্রকাশিত হয় 'মানবাধিকার কমিশন' নামে। এতে জনমনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। উদাহরণস্বরূপ গত ০১ জুলাই ২০১২ তারিখে দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকার প্রথম পাতায় মানবাধিকার কমিশনের প্রতিবেদন নামে ' জুনে ৪০৭ খুন, গুপ্তহত্যা ১২' শিরোনামে সংবাদ প্রকাশ করলে (সংযুক্ত-ছ) প্রতিবেদনের তথ্যের সঠিকতা নিয়ে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন দেশে বিদেশে বিভিন্ন প্রশ্নের সম্মুখীন হয়।

০৬। গত ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে অভিবাসন সংক্রান্ত জাতিসঙ্ঘের আঞ্চলিক নেটওয়ার্ক (সংযুক্ত-জ) থাইল্যান্ডের ব্যাংককে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করে। সম্মেলনে এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের রাষ্ট্রসমূহ থেকে মোট ৮২ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহন করে। আয়োজক সংস্থা ভুল করে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের স্থলে বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশনকে নিমন্ত্রণ পত্র প্রেরণ করে। উক্ত সম্মেলনে যোগদানকারী বাংলাদেশ নারী শ্রমিক কেন্দ্র নামক একটি বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধির দেয়া অথ্যমতে বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন নামক সংস্থা থেকে সর্বোচ্চ ৪ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহন করে (সংযুক্ত-ঝ) এবং অভিবাসন সংক্রান্ত বাংলাদেশের অবস্থান/পরিস্থিতিকে বিশ্ববাসীর সামনে ভুলভাবে উপাস্থাপন করে। এতে দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়।

০৭। কমিশন মনে করে রাষ্ট্রের সংবিধিবদ্ধ/সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান, সরকার বা আদালতের বিশেষ আদেশবলে গঠিত কোন কমিশন ব্যতিরেকে অন্য কোন বেসরকারি বা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার নামের সাথে কমিশন/কাউন্সিল/মিশন বা সমার্থক শব্দ ব্যবহার করা সমীচীন নয়।

০৮। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ মানবাধিকার কাউন্সিল নামক একটি বেসরকারি মানবাধিকার সংস্থার বিরুদ্ধে ভিকটিমের নিকট হতে অর্থ আদায় ও হয়রানী করার অভিযোগ রয়েছে (সংযুক্ত-ঞ) । মানবাধিকার রক্ষার নামে যে সকল এনজিও বা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা মানুষকে হয়রানি করে বা অর্থ আদায় করে থাকে সেসব সংস্থার বিষয়ে মাঠ প্রশাসনের কড়া নজরদারি করা প্রয়োজন মর্মে কমিশন মনে করে।

০৮। এ অবস্থায়, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন নিয়ে যাতে কোনরকম বিরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব না ঘটে এবং কেউ যেন বিভ্রান্ত না হয় সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে এবং মানবাধিকার কমিশন নামে কার্যক্রম পরিচালনা করলে আইনগত ব্যাবস্থা গ্রহণ করতে মাঠ প্রশাসনকে নির্দেশ প্রদান করতে আদিষ্ট হয়ে অনুরোধ করা হল।

সংযুক্ত : বর্ণনামতে

২৮/৬/২০২০

(আল-মাহমুদ ফায়জুল কবীর)
ভারপ্রাপ্ত সচিব
টেলিফোনঃ ৫৫০১৩৭১৮ (দপ্তর)

মন্ত্রিপরিষদ সচিব
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
বাংলাদেশ সচিবালয়

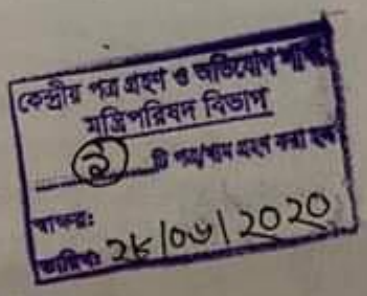

অনুলিপিঃ সদয় অবগতির জন্য
১। চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন
২। সার্বক্ষণিক সদস্যের একান্ত সচিব, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন
৩। অফিস কপি